মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে উল্লিখিত ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; sanaullah.talukder@bb.org.bd;) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

বিলকিস সুলতানা

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ সানাউল্লাহ্ তালুকদার

যুগ্ম-পরিচালক

আরজিনা আক্তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৯ শতাংশ এবং এর মূখ্য অংশ বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৬ শতাংশের বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৬ তে যথাক্রমে ১২.৩ ও ১৫.৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধির জোরাল ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহের এই পরিমিতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। গড় বার্ষিক ভোক্তামূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭ এর জন্য নির্ধারিত উর্ধ্বসীমা ৫.৮ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর ১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫১ শতাংশে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মন্থর হবার পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ায় এবং আমদানী প্রবৃদ্ধি গতিলাভ করায় বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ঘাটতিতে রয়েছে যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে মুদ্রা যোগান জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকের ৯৩১৫.২৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫৪০.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। বেসরকারি খাতে ঋণের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির (৫.৪২ শতাংশ) ফলে আলোচ্য সময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে যা মূলতঃ মদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মেয়াদি আমানত ২.৬৭ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৯.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ৪.২১ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৮৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৫.৫৯ শতাংশ।

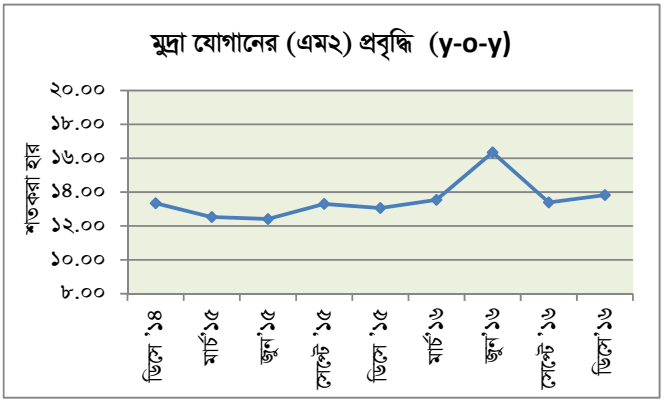

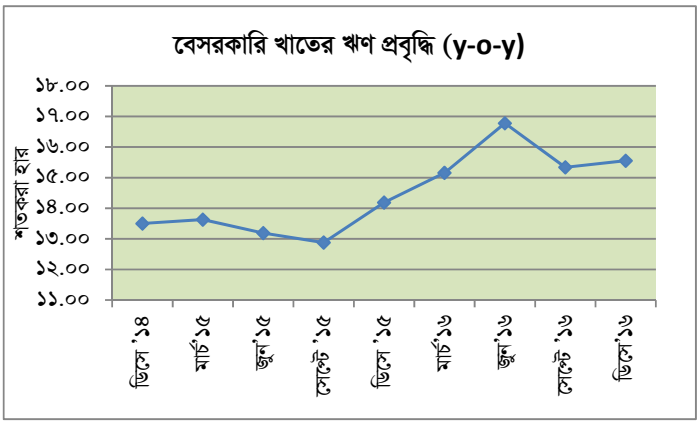

অভ্যন্তরীণ ঋণ ঃ ২০১৭ অর্থবছরের অক্টেবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩২০.৩৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকে অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৩৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৯.৯৩ শতাংশ।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] ১৩.২২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ ৪.৬৯ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৭.৬৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৫.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৩৬ শতাংশ এবং ৫.২৩ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৫৫ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ১৪.১৯ শতাংশ। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে শতকরা ৮৩.৭৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে শতকরা ৮৬.১৮ ভাগে দাঁড়ায়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় সামান্য ০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৭২.৪৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে NFA ১৮.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ২৫.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৪.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৭৬ শতাংশ হ্রাস এবং ২০১৫ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ১.৮০ শতাংশ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৩৮.৬৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১২৩.৭ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৮১.৯৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৬.৬৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৯২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪১.২৩ শতাংশ।

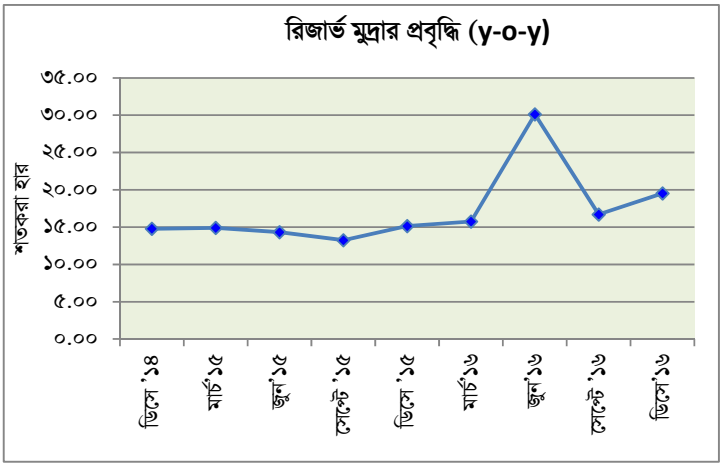

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রভাব, অনুকূল আবহাওয়া, বিভিন্ন নীতি সহায়তা, বর্ধিত কৃষি ঋণ এগুলোর কারণে খাদ্য শষ্যের পর্যাপ্ত ফলন এবং গৃহীত মুদ্রানীতির সতর্ক বাস্তবায়নের সূত্রে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গড় মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৬ শেষের ৫.৭১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৬ শেষে ৫.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতিও সেপ্টেম্বর'১৬ শেষের ৪.৫৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৬ শেষে ৪.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; অন্যদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৬ শেষের ৭.৪৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৬ শেষের ৫.৫৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৬ শেষে ৫.০৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

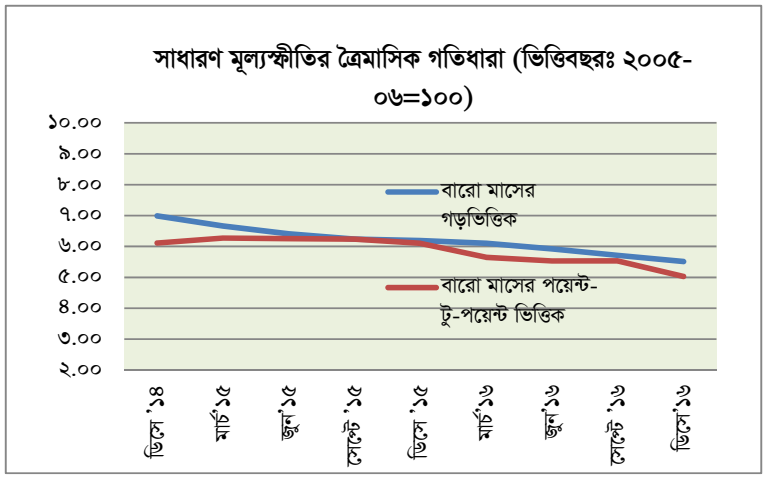

তারল্য পরিস্থিতি ঃ ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮৬.৭২ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৯০৮.০৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭২.৬৭ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৬৭২.৮২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৫.৬২ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১০৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.০৩ শতাংশ)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫৬২.১৫ বিলিয়ন টাকা ।

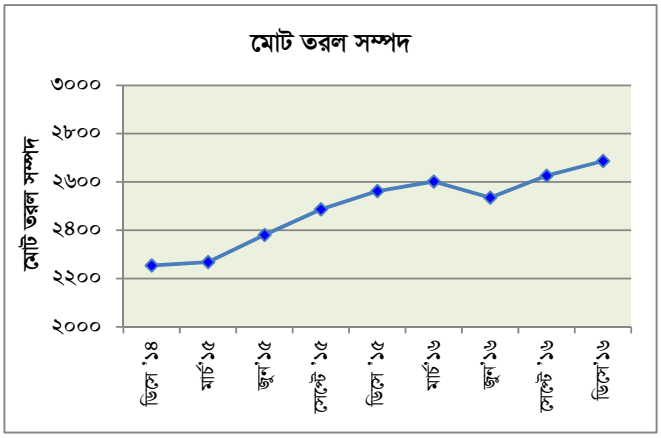

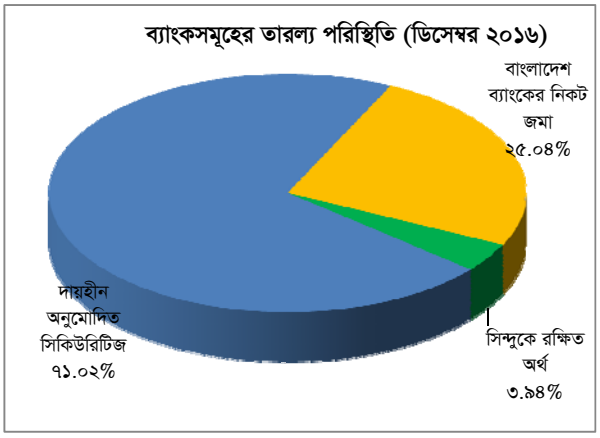

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ২.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কলমানি মার্কেট সুদ হারের গতিবিধির ওপর নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৯৩৭.৭৯ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল ৩১৬৮.০৭ বিলিয়ন টাকা।

রেপো ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ০৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ০.৬৭ বিলিয়ন টাকার ০৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে সর্বমোট ০.৪৮ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ৩৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ১-২ দিন মেয়াদি ২৭.০০ বিলিয়ন টাকার ৩৬টি দরপত্র পাওয়া গেলেও কোন দরপত্র গৃহীত হয়নি। এছাড়া, ৩দিন মেয়াদি ৯.২০ বিলিয়ন টাকার ০৬টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু তাও গৃহীত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১-২ দিন মেয়াদি ৪৫.৪০ বিলিয়ন টাকার ৩০টি দরপত্র এবং ৩-৭ দিন মেয়াদি ১.৫০ বিলিয়ন টাকার ০৪টি দরপত্র পাওয়া যায় যার একটিও গৃহীত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে শুধুমাত্র ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি এবং ৯১ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি নিলাম ছিল। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৩৫.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৩৭.৬৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৬৪৯টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১৩৫.০০ বিলিয়ন টাকার ১৫০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.৮৫ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) মোট ১৭৬.৮২ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৫২০.৪৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৬৭.০৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গ্রহণ করা হয় এবং সে সময়ে গৃহীত দরপত্র ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.১০ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৪৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৯.৭৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সার্বিক পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.১৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৩.১৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৮৯ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৪৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৬.০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৩৫.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত হয় এবং ১৭৬.৭৭ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতির তুলনায় ৪১.৭৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬২.৫৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) এ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩০৪.৩২ বিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ট্রেজারি বিলের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫) তুলনায় ৪১.৭৮ বিলিয়ন টাকা কম। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ শেষে ট্রেজারি বিলের স্থিতি ছিল ৩০৪.৩৩ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর ও ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভঃ ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি এবং১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি সহ মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্বনির্ধারিত ৪২.৫০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫১.৫৫ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যে ৫৪৮টি দরপত্রের মধ্যে ৪১.৯০ বিলিয়ন টাকার ২২২টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং ৬.০০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। গৃহীত দরপত্রের টাকার পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ২৭.৬৫ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৫৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) মোট ৪৫.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২৮.৪৯ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৩৯.৭৫ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয় এবং ৫.৭৫ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের সীমা ছিল যথাক্রমে ৪.৩৯ শতাংশ থেকে ৭.৯৯ শতাংশ এবং ৬.৫৪ শতাংশ থেকে ৮.২৪ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯১.৪৯ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) শেষের স্থিতির তুলনায় ১.২৩ বিলিয়ন টাকা (০.০০১ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭২.৭৬ বিলিয়ন টাকা (০.০৬ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২৫১১.৩৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৮১৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ২০০.৭৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) ১৬৬৬.৩৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৮৪টি দরপত্রের মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৫৪৯.৬৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ১৫১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের সীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৮৪.৮০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) ৩০৮.৬৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১০১টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫০টি নিলামে ২৩১.২১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১৬টি দরপত্রের মধ্যে ২৩০.৮৭ বিলিয়ন টাকার ১১৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের সীমা ছিল ২.৯৫ শতাংশ থেকে ২.৯৭ শতাংশ।

ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৭৩.০৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬) ২১১৭.০১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৪৭৬টি দরপত্রের মধ্যে ১৮৪১.৯৫ বিলিয়ন টাকার ১২৫০টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হার ঃ তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ৫.২২ শতাংশে দাঁড়ায়, যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ছিল ৫.৩৯ শতাংশ এবং ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ৬.৩৪ শতাংশ। আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ৯.৯৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ছিল ১০.১১ শতাংশ এবং ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ছিল ১১.১৮ শতাংশ। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত ও ঋণ (আগাম) উভয় সুদ হার সামান্য হারে হ্রাস পেলেও সুদ হার ব্যবধান মোটামোটি ৪.৭১ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে।

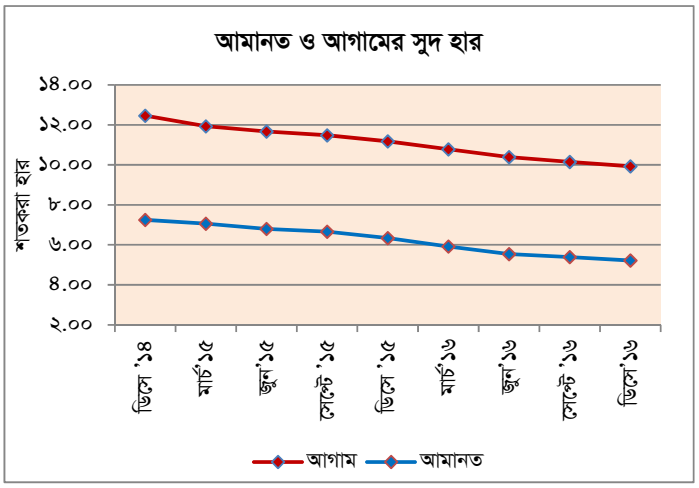

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate) ঃ ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার সেপ্টেম্বর শেষের ৭৮.৪০ টাকা থেকে ০.৩৮ শতাংশ অবচিতি হয়ে ৭৮.৭০ টাকা হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.২৫ শতাংশ অবচিতি হয়। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৭.৫০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। একইভাবে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ১৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল কিন্তু কোন বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করেনি । উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৪১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করেনি।

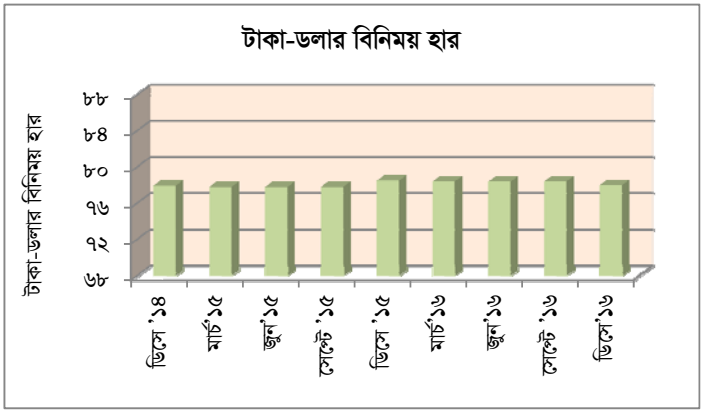

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী অক্টেবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর শেষের ১৪৪.২৬ থেকে ৩.৯৯ শতাংশ

বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০.০১ হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৭৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৭.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬- এ বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২১৪৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে কোন ঘাটতি/উদ্বৃত্ত ছিলনা। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(FDI) এর পরিমাণ ৭৯৭[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৩২.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা প্রায় ৮.৪ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৭.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

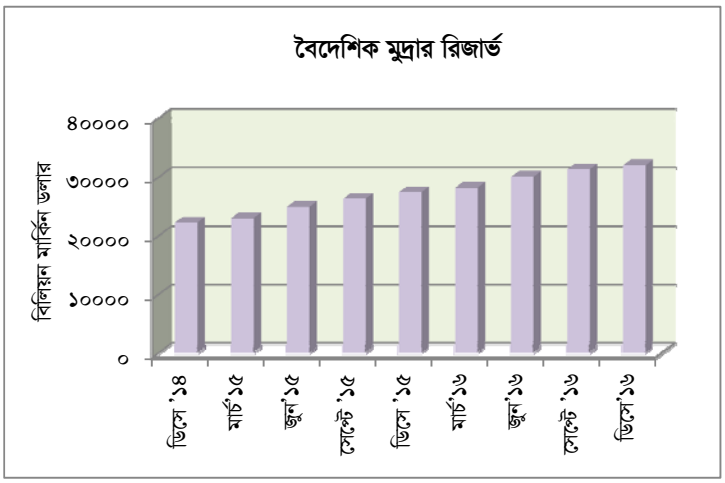

স= সংশোধিত।

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ সময়কালে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিদ্যমান বন্ড রুলস এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের ড্রইং ব্যবস্থা স্থাপনকে সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রইং ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে রক্ষিতব্য নিরাপত্তা জামানতের হার ব্যাংক গ্যারান্টি/ক্যাশ ডিপেজিট এর ক্ষেত্রে মাঃ ডঃ ২৫০০০ এবং NRT A/C এর ক্ষেত্রে টাঃ ৫.০০ লক্ষ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে মাঃ ডঃ ১০০০০ এবং টাঃ ২.০০ লক্ষ এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% হারে অর্থ কর্তন করে Bangladesh Electronic Fund Transfer Network এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখায় Central Fund (RMG Sector) শিরোনামীয় হিসাবে জমা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- দীর্ঘ মেয়াদী সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিট এর আওতায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে আমদানির নিমিত্তে LCAF এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক অনুমোদন গ্রহণ অবশ্যক হবে না এ মর্মে সার্কুলার পত্র জারি করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক Financial Sector Support Project (FSSP) এর আওতায় এসএমই শিল্পোক্তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করার জন্য ২৭ অক্টোবর, ২০১৫ সালে ইস্যু করা সার্কুলারে সংশোধন এনে বলা হয়েছে যে, আগ্রহী PFIs (Participating Financial Institutions) এ তহবিল থেকে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।
- বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে একীভূতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬ এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) গঠিত হয়েছে এবং বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কার্যক্রম বিলুপ্ত করা হয়েছে। তবে অবলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট গঠন ও কর্মপরিধি প্রণয়নের নির্দেশ ঈস্বদান করা হয়।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতিতে গৃহীত ব্যবস্থাদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ফলে সার্বিকভাবে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। তবে, বিশ্ববাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাসসহ নানাবিধ কারণে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শীঘ্রই নিরসন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অন্যদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশি ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা নিরসণসহ মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে অন্যান্য পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুন ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৪	পরিবর্তন				
							সেপ্টেম্বর '১৬ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৬	জুন'১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর '১৬	সেপ্টেম্বর'১৫ এর তুলনায় ডিসেম্বর' ১৫	ডিসেম্বর' ১৫ এর তুলনায় ডিসেম্বর' ১৬	মূহ ডিসেম্বর'১৪ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪৭২.৪৮	২৪৬৭.৪৬	২৩৩১.৩৬	২০৯৩.১৭	২০৩৭.৭৬	১৬৭৩.০২	৫.০২	১৩৬.১০	৫৫.৪১	৩৭৯.৩১	৪২০.১৫
							(০.২০)	(৫.৮৪)	(২.৭২)	(১৮.১২)	(২৫.১১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭০৬৮.০৬	৬৮৪৭.৭৭	৬৮৩২.৪২	৬২৮৭.৯৭	৬১৭৬.৯৭	৫৫৭৭.৬৪	২২০.২৯	১৫.৩৫	১১১.০০	৭৮০.০৯	৭১০.৩৩
							(৩.২২)	(০.২২)	(১.৮০)	(১২.৪১)	(১২.৭৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৮৩২০.৩৯**	**৮০৯৭.১৩**	**৮০১২.৮০**	**৭৪০৬.৪৫**	**৭২৩৬.৪৩**	**৬৭৩৭.৩৫**	২২৩.২৬	৮৪.৩৩	১৭০.০২	৯১৩.৯৪	৬৬৯.১০
							(২.৭৬)	(১.০৫)	(২.৩৫)	(১২.৩৪)	(৯.৯৩)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৮৬.৩৯	১১৩৬.৬৪	১১৪২.২	১০৩৪.৮৯	১১৮১.৭৩	১১২০.৯১	-১৫০.২৫	-৫.৫৬	-১৪৬.৮৪	-৪৮.৫০	-৮৬.০২
							-(১৩.২২)	-(০.৪৯)	-(১২.৪৩)	-(৪.৬৯)	-(৭.৬৭)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৬৩.৮	১৫৯.১২	১৬০.৫১	১৬৬.৪৯	১৫৭.৮৪	১৮২.৩৭	৪.৬৮	-১.৩৯	৮.৬৫	-২.৬৯	-১৫.৮৮
							(২.৯৪)	-(০.৮৭)	(৫.৪৮)	-(১.৬২)	-(৮.৭১)
iii) বেসরকারি খাত	৭১৭০.২	৬৮০১.৩৭	৬৭১০.০৯	৬২০৫.০৭	৫৮৯৬.৮৬	৫৪৩৪.০৭	৩৬৮.৮৩	৯১.২৮	৩০৮.২১	৯৬৫.১৩	৭৭১.০০
							(৫.৪২)	(১.৩৬)	(৫.২৩)	(১৫.৫৫)	(১৪.১৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১২৫২.৩৩	-১২৪৯.৩৬	-১১৮০.৩৮	-১১১৮.৪৮	-১০৫৯.৪৬	-১১৫৯.৭১	-২.৯৭	-৬৮.৯৮	-৫৯.০২	-১৩৩.৮৫	৪১.২৩
							(০.২৪)	(৫.৮৪)	(৫.৫৭)	(১১.৯৭)	-(৩.৫৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**৯৫৪০.৫৪**	**৯৩১৫.২৩**	**৯১৬৩.৭৮**	**৮৩৮১.১৪**	**৮২১৪.৭৩**	**৭২৫০.৬৬**	২২৫.৩১	১৫১.৪৫	১৬৬.৪১	১১৫৯.৪০	১১৩০.৪৮
							(২.৪২)	(১.৬৫)	(২.০৩)	(১৩.৮৩)	(১৫.৫৯)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২০৪৪.৪৬	২০১৩.৮৯	২১২৪.৩১	১৬৮৩.১৯	১৭২৬.৬৯	১৪২৪.২৯	৩০.৫৭	-১১০.৪২	-৪৩.৫০	৩৬১.২৭	২৫৮.৯০
							(১.৫২)	-(৫.২০)	-(২.৫২)	(২১.৪৬)	(১৮.১৮)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১১৩১.৫৩	১১৮১.২৯	১২২০.৭৫	৯২৫.৪৫	১০২২.৫৫	৮০৯.০৯	-৪৯.৭৬	-৩৯.৪৬	-৯৭.১০	২০৬.০৮	১১৬.৩৬
							-(৪.২১)	-(৩.২৩)	-(৯.৫০)	(২২.২৭)	(১৪.৩৮)
ii) তলবি আমানত	৯১২.৯৩	৮৩২.৫৯	৯০৩.৫৬	৭৫৭.৭৪	৭০৪.১৪	৬১৫.২০	৮০.৩৪	-৭০.৯৭	৫৩.৬০	১৫৫.১৯	১৪২.৫৪
							(৯.৬৫)	-(৭.৮৫)	(৭.৬১)	(২০.৪৮)	(২৩.১৭)
খ) মেয়াদি আমানত	৭৪৯৬.০৮	৭৩০১.৩৫	৭০৩৯.৪৭	৬৬৯৭.৯৫	৬৪৮৮.০৪	৫৮২৬.৩৭	১৯৪.৭৩	২৬১.৮৮	২০৯.৯১	৭৯৮.১৩	৮৭১.৫৮
							(২.৬৭)	(৩.৭২)	(৩.২৪)	(১১.৯২)	(১৪.৯৬)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	১৯১৪.৯৮	১৮৯৮.০৮	১৯৩২.০১	১৬০২.১৫	১৬২৬.৫৬	১৩৯১.৪৪	১৬.৯০	-৩৩.৯৩	-২৪.৪১	৩১২.৮৩	৫৭৩.৬৪
							(০.৮৯)	-(১.৭৬)	-(১.৫০)	(১৫.৯২)	(৪১.২৩)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৩৫৫.৩৯	২৩৩০.৭২	২১৮৯.০৪	১৯৬৫.০৮	১৯১৬.১৪	১৫৫৯.৫৯	২৪.৬৭	১৪১.৬৮	৪৮.৯৪	৩৯০.৩১	৪০৫.৪৯
							(১.০৬)	(৬.৪৭)	(২.৫৫)	(১৯.৮৬)	(২৬.০০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৪৪০.৪১	-৪৩২.৬৩৬	-২৫৭.০৩	-৩৬২.৯৩	-২৮৯.৫৮	-১৬৮.১৫	-৭.৭৭	-১৭৫.৬১	-৭৩.৩৫	-৭৭.৪৮	-১৯৪.৭৮
							(১.৮০)	(৬৮.৩২)	(২৫.৩৩)	(২১.৩৫)	(১১৫.৮৪)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারি খাতে নীট ঋণ	৪৮.৭৩	১০.০৪	১৩৩.৭৪	-৩৩.২২	-৪৯.১৭	-৬৯.৮৫	৩৮.৬৯	-১২৩.৭০	১৫.৯৫	৮১.৯৫	৩৬.৬৩
							(৩৮৫.৩৬)	-(৯২.৪৯)	-(৩২.৪৪)	-(২৪৬.৬৯)	-(৫২.৪৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২০৯২.২০	৩১৩৮৫.৯০	৩০১৬৮.২২	২৭৪৯৩.৩০	২৬৩৭৯.০০	২২৩০৯.৮					
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৬৮৬.৭২	২৬২৫.৭৮	২৫৩৪.৮	২৫৬২.১৫	২৪৮৬.৫১	২২৫৪.১২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৭৮.০০	৭৮.৪০	৭৮.৪০	৭৮.৫০	৭৭.৮০	৭৭.৯৫					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০০০-০১)	১৫০.০১	১৪৪.২৬	১৩৮.৩৩	১৪০.৩১	১৩৯.১১	১২৬.৫৮					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৫১	৫.৭১	৫.৯২	৬.১৯	৬.২৪	৬.৯৯					

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নিদের্শক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।